মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

আমি এখন 2019-20 সালের বাজেট পেশ করতে যাচ্ছি।

২) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাজ্যের জনগণের বিপুল আশীর্বাদ ও উৎসাহ নিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বে BJP-IPFT সরকার 11 মাস ধরে কাজ করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজীর 'সব-কা সাথ, সবকা বিকাশ' সেই দিশাকে পাথেয় করে আমরা রাজ্যের মানুষের সামগ্রিক উন্নয়নে আন্তরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি যাতে ত্রিপুরা 'লজিস্টিক হাব' হিসেবে 'HIRA' (Highways, I-ways, Railways & Airways) মডেলকে অনুসরণ করে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে পারে।

৩) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের সরকার পূর্বতন সরকারের কাছ থেকে আর্থিক সংকটের বোঝা নিয়ে কাজ শুরু করে। 2017-18 সালে রাজ্যে 289 কোটি টাকা রেভেনিউ ঘাটতি ছিল, রাজস্ব ঘাটতি ছিল 2072 কোটি টাকা যা GSDP এর 5 শতাংশ অর্থাৎ অনুমোদনযোগ্য (GSDP-এর 3 শতাংশ) মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি। মোট ঋণের পরিমাণ 12,900 কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া, বিভিন্ন অসমাপ্ত প্রকল্পের কারণেও বিপুল পরিমাণে দেনা হয়ে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও উপযুক্ত আর্থিক ব্যবস্থাপনার কারণে আমাদের সরকার উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে চালু রাখতে পেরেছে। শুধু তাই নয়, আমরা আমাদের কর্মচারী ও পেনশনারদের 7th পে-কমিশনের টাকা

দিতে সক্ষম হয়েছি। এরজন্য 2019-20 অর্থবছরেও অতিরিক্ত 1,000 কোটি টাকার দরকার হবে। 2018-এর মার্চ মাসে নতুন সরকার কার্যভার গ্রহণ করার পর থেকে রাজ্যকে অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তা দানের জন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনরেন্দ্র মোদিজীর প্রতি আমাদের সরকারের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এভাবেই রাজ্য সরকার উন্নয়ন ও সুশাসনের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে যেভাবে তাল মিলিয়ে কাজ করছে তাতে রাজ্য উপকৃত হচ্ছে।

৪) IMF 2018 এবং 2019 সালে বিশ্ব প্রবৃদ্ধির হার যথাক্রমে 3.7 এবং 3.5 শতাংশ দাঁড়াবে বলে অনুমান করেছিল। তার পরিবর্তে 2018-19 অর্থবছরে ভারতীয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হার 7.2 শতাংশ দাঁড়াবে বলে আশা করা যাচ্ছে। অর্থাৎ বিগত বছরের (6.7 শতাংশ) থেকে বেশি। পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্বেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজীর মহান নেতৃত্বে ভারতীয় অর্থনীতি বিশ্ব ক্ষেত্রে সবচেয়ে দ্রুত উন্নয়নশীল অর্থনীতি হিসেবে উঠে এসেছে। আমরা আশা করছি যে ত্রিপুরার প্রবৃদ্ধির হার জাতীয় প্রবৃদ্ধির হারের তুলনায় বেশি হবে এবং তা সম্ভব হবে ভারত সরকারের সহায়তা ও রাজ্য সরকারের সর্বরকম প্রচেষ্টার ফলে। তার সাথে রয়েছে এই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় আমাদের জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ।

কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কার্যকলাপ : কৃষক কল্যাণ

৫) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাজ্যের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর। জনসংখ্যার প্রায় ৫০ শতাংশ মানুষ জীবিকা নির্বাহের জন্য কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজীর 2022 সালের মধ্যে কৃষকদের আয়

দ্বিগুণ করার যে লক্ষ্য রয়েছে সেই অনুযায়ী রাজ্য সরকার কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। বর্তমানে রাজ্যের শস্য নিবীড়তা (crop intensity) 191 শতাংশ যা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে সর্বোচ্চ। হাইব্রিড ধান চাষ ও শ্রী (SRI) পদ্ধতিতে ধান চাষের এলাকা সম্প্রসারণ করে ধান উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির সুসংহত প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

৬) সারের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে Soil Health Card প্রকল্প খুবই উপকারী প্রমাণিত হয়েছে। 2018 সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত কৃষকদের মধ্যে 46,619 টি Soil Health Card বন্টন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার (PMFBY) আওতায় আরও বেশি সংখ্যক কৃষককে নিয়ে আসার লক্ষ্যে High-risk Zone এলাকার কৃষকদের প্রিমিয়াম-এর বোঝা সরকার বহন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কৃষকদের দোর-গোড়ায় কৌশলগত জ্ঞান পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সরকারের উদ্যোগে ইতিমধ্যে 13টি কৃষক বন্ধু কেন্দ্র খোলা হয়েছে । পর্যায়ক্রমে আরও কৃষক বন্ধু কেন্দ্র খোলা হবে।

৭) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই মহতী বিধানসভায় আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, কৃষকদের যাতে কম দামে তাদের উৎপাদিত ফসল বিক্রি করতে না হয় সেজন্য আমাদের সরকার ভারতীয় খাদ্য নিগমের সহায়তায় (FCI) ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে প্রতি কেজি 17.50 টাকা (১৭ টাকা ৫০ পয়সা) দরে ধান কেনার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিসেবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব 2018-এর 15ই ডিসেম্বর তারিখে কমলপুরে ধান ক্রয় প্রক্রিয়ার উদ্বোধন করেন। FCI-এর মাধ্যমে

ধান ক্রয়ের প্রক্রিয়াকে সচল রাখতে রাজ্য সরকার জাতীয় নিয়মের বাইরে গিয়ে Milling Cost হিসাবে যে অতিরিক্ত খরচ লাগবে তা রাজ্য বাজেট থেকেই FCI-কে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ক্রয় করার সাথে সাথে সেই ধানের মূল্য কৃষকদের ব্যাংক একাউন্টে DBT পদ্ধতিতে দেওয়া হচ্ছে। ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয়ের ফলে স্থানীয় বাজারেও ধানের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষকদের আয়ও বেড়েছে। এখন প্রতি কৃষক তার উৎপাদিত প্রতি কেজি ধানে Rs. 5.50 টাকা থেকে Rs. 7.50 টাকা বেশি পাচ্ছেন। 2018-19 অর্থবর্ষে প্রায় 10,400 মেট্রিকটন ধান ন্যুনতম সহায়ক মূল্যে ক্রয় করা হয়েছে। ফলে ত্রিপুরায় লক্ষ লক্ষ কৃষকের মুখে হাসি ফুটেছে, আগামী 2019-20 অর্থবছরে আরও বেশি মাত্রায় ধান ক্রয়ের প্রস্তাব রয়েছে।

৮) এখন আমি PM-KISAN যোজনা চালুর জন্য ভারত সরকারের প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। PM-KISAN যোজনায় যে সমস্ত কৃষকভাইদের 2 হেক্টর (প্রায় 12.35 কানি) পর্যন্ত জমি রয়েছে, তাঁদের প্রত্যেককে বছরে 6,000 টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। আমি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আমাদের রাজ্য সরকারের, ভারত সরকারের সাথে ইতিবাচক আলোচনার ফলে ফরেষ্ট পাট্টা প্রাপকরাও এখন এই প্রকল্পের আওতায় আসবেন। 2022 সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যমাত্রা পূরণের ক্ষেত্রে PM-KISAN এক বড় ভূমিকা পালন করবে। ত্রিপুরায় এই প্রকল্পে কমপক্ষে 4 লক্ষ কৃষক উপকৃত হবেন

বলে আশা করা হচ্ছে। যার মাধ্যমে বছরে প্রায় 300 কোটি টাকা তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে।

৯) রাজ্যে কৃষকদের আয় বৃদ্ধিতে উদ্যান পালন ক্ষেত্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ক্যুইন প্রজাতির আনারসকে রাজ্যিক ফল হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। 2018-19 অর্থবছরে 5.15 মেট্রিকটন আনারস মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে রপ্তানি করা হয়েছে। ফলে আনারস চাষিরা তাদের ফলনের অধিক দাম পেয়েছেন। আগামী বছরগুলিতে বাগিচা ফসলের প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে। এই মহতী সভায় আমি খুবই আনন্দের সঙ্গে জানাতে চাইছি যে, আমাদের সরকার রাস্তার পাশে রকমারি ফুল ও ফলের গাছ লাগানোর মতো বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু করার বিষয় বিবেচনা করছে। সমস্ত পিচ রাস্তার পাশেই এই ধরণের গাছ লাগানো হবে। MGNREGA এবং অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি হাতে নেওয়া হবে। সেইসব রাস্তার পাশে যেসব পরিবার বসবাস করেন তারাই এইসব ফুল ও ফলের গাছগুলির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকবেন। এইসব গাছগুলির ফলন তারাই ভোগ করবেন। অধিকন্তু, এই গাছগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতিটি পরিবারকে 200 টাকার মাসিক আর্থিক সাহায্য করা হবে, যা তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি প্রদান করা হবে। এটা আশা করা যায় যে, এর মাধ্যমে রাজ্যের প্রায় 2 (দুই) লক্ষ পরিবার উপকৃত হবে। এছাড়াও ত্রিপুরাকে সুন্দর এবং আকর্ষণীয় পর্যটনস্থল হিসেবেও গড়ে তোলা যাবে।

১০) পশুজাত খাদ্য উৎপাদনে স্থায়ী উন্নয়ন এবং স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এই লক্ষ্যে চাষিদের মধ্যে গাভী বিতরণ, রুদিজলায় হাঁস চাষ এবং চাষিদের নিজস্ব জমিতে ছাগল ও শূকর পালন ইত্যাদি রয়েছে। রাজ্যে দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং Backward-Forward Linkage তৈরি করার লক্ষ্যে পাঁচ হাজার পরিবারের মহিলা সদস্যদের মধ্যে দুটি করে মোট দশ হাজার গাভী দেওয়ার কর্মসূচি রূপায়ন করা হচ্ছে। নাবার্ডের মিনি ডেয়ারি স্কিমের (with Subsidy Component) ঋণের মাধ্যেম এই কর্মসূচি সম্পন্ন করা হবে, যার জন্য রাজ্য সরকার সুদের উপর একশ শতাংশ (100%) ভর্তুকি প্রদান করবে।

১১) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাজ্যের পঁচানব্বই শতাংশ (95%) মানুষের খাদ্য তালিকায় মৎস্য এবং মৎস্য জাতীয় দ্রব্য থাকে। বর্তমানে রাজ্যে প্রতি বছর 400 কোটি টাকা মূল্যের কুড়ি হাজার মেট্রিকটন (20,000 MT) মাছ বহির্রাজ্য এবং বাংলাদেশ থেকে আমদানি হচ্ছে। মৎস্য উৎপাদনে রাজ্যকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। উচ্চমূল্যের মাছের প্রজাতি ‘পেংবা’ চাষ শুরু করা হয়েছে। আগামী বছরগুলিতে উচ্চফলনশীল স্থানীয় প্রজাতির মাছ যেমন পাবদা, চিতল, টেংরা ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য গুরুত্ব দেওয়া হবে। কার্প প্রজাতির মাছের সঙ্গে সঙ্গে GIFT তেলাপিয়া, পাংগাস চাষ, ডুম্বুর জলাধারের উন্নয়ন এবং আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা হবে। তাছাড়া মৎস্যচাষ শিক্ষণ কেন্দ্র, হ্যাচারি ইত্যাদির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করা হবে। মৎস্যচাষীদের মধ্যে Pond Health Card দেওয়া হবে।

বন সংরক্ষণ এবং জীবিকা

১২) রাজ্য সরকার বন সংরক্ষণে এবং সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বনকে স্থায়ী জীবিকা নির্বাহের সহায়ক হিসেবে কাজে লাগানোর জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। মানুষের জীবিকা নির্বাহের বিভিন্ন নতুন সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে বনাঞ্চলে বাঁশ গাছ এবং কৃষি বনায়ন করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। 2018-19 অর্থবছরে 1400 হেক্টর ভূমিতে বাঁশ চাষ করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। 2019-20 অর্থবছরে আরও বেশি পরিমাণ এলাকায় তা করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এক হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে Tripura JICA Project Phase-II এর কাজ শুরু করা হয়েছে এবং 257 কোটি টাকা ব্যয়ে Indo-German Development Co-operation Phase-II বাস্তবায়ন করা হবে। এই দুটি প্রকল্পের মাধ্যমে 1,867 টি Check Dam তৈরি করা হবে। যার মাধ্যমে বহুল পরিমাণে মৎস্য চাষ, পানীয় জল সরবরাহ, জলসেচ ইত্যাদির সুযোগ সৃষ্টি হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে 18,200 হেক্টরে বাঁশ গাছ রোপণ করা হবে। 2,110 টি স্ব-সহায়ক দল গঠন করা হবে এবং 52,030 টি পরিবারের জন্য জীবিকা নির্বাহের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

১৩) রাজ্য সরকার ত্রিপুরাকে দেশের মধ্যে অন্যতম পর্যটনস্থল হিসেবে চিহ্নিত করার লক্ষ্যে ‘স্বদেশ দর্শন’ প্রকল্পে অভয়ারণ্য, ইকো-পার্ক এবং অন্যান্য বন এলাকায় পর্যটন পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। হাতি সংরক্ষণ, শকুন সংরক্ষণ, প্রজাপতি উদ্যান এবং পাখি

পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র, Gibbon সংরক্ষণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। এইসব কর্মসূচি রাজ্যে রোজগারের বিভিন্ন সুযোগও সৃষ্টি করবে।

গ্রামীণ উন্নয়ন

১৪) গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পগুলির সঠিকভাবে বাস্তবায়নের উপর রাজ্য সরকার অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। রেগা প্রকল্পে যেখানে গত বছর 1 কোটি 76 লক্ষ শ্রমদিবসের সৃষ্টি হয়েছিল, সেখানে এ বছর 2 কোটি 19 লক্ষ শ্রমদিবসের সৃষ্টি হয়েছে। উৎসাহজনক এই সাফল্যের জন্য ভারত সরকার চলতি বছর শ্রমবাজেটে দুই কোটি শ্রমদিবস থেকে বাড়িয়ে তিন কোটি করেছে। 2019-20 অর্থবছরে রাজ্য সরকার শ্রম বাজেটে ছয় কোটি শ্রমদিবস সৃষ্টির প্রস্তাব রেখেছে।

১৫) দীনদয়াল উপাধ্যায় যোজনায় NRLM-এ স্ব-সহায়ক দল গঠনের কাজ বেশ উৎসাহব্যাঞ্জক। এখানে উল্লেখনীয় যে, জোলাইবাড়ির ‘মায়ের আশীর্বাদ’ নামক একটি স্ব-সহায়ক দল তার অভাবনীয় সাফল্যের জন্য জাতীয় পুরস্কার লাভ করেছে। সবার জন্য আর্থিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং হিমালয়ান রাজ্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে ভালো কাজ করার জন্য রাজ্য জাতীয় পুরস্কার লাভ করেছে। দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনায়, 2018 সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত 4,698 জন গ্রামীণ যুবককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে 1,534 জন সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান পেতে সক্ষম হয়েছে।

জনজাতি, তফশিলি জাতি, অন্যান্য পশ্চাদপদ গোষ্ঠী, ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়ন

১৬) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তপশিলী জনজাতিদের আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক বিকাশে রাজ্য সরকার সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিচ্ছে। তপশিলী জনজাতিদের উন্নয়নে সরকারি উদ্যোগে প্রি-মেট্রিক এবং পোস্ট-মেট্রিক বৃত্তি প্রদান, বোর্ডিং হাউস স্টাইপেন্ড, মেধা পুরস্কার, পাঠ্যবই ক্রয়ের জন্য আর্থিক সহায়তা, উচ্চশিক্ষায় বিনামূল্যের কোচিং ক্লাস, নার্সিং পড়ার জন্য সহায়তা, Para-Medical এবং B.Ed./ D.El.Ed. কোর্স করানো এবং উপার্জন বর্ধক বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণের মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। চলতি বছরে 286 জনকে নার্সিং, Para-Medical, B.Ed. এবং অন্যান্য কোর্সের জন্য আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে বলা বাহুল্য গত বছর কেবলমাত্র 57 জন ছাত্র-ছাত্রীকে এরূপ সহায়তা প্রদান করা হয়েছিল। 2019-20অর্থবছরে 340 জন ছাত্র-ছাত্রীকে এই আর্থিক সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এই মহতী বিধানসভা অবগত যে, এ বছর থেকে এস টি এবং দুর্বল অংশের ছাত্র-ছাত্রীদের বোর্ডিং হাউসের স্টাইপেন্ড 55 টাকা থেকে বৃদ্ধি করে 65 টাকা করা হয়েছে।

১৭) বর্তমানে ত্রিপুরাতে চারটি একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয় চালু রয়েছে এবং গোমতি জেলার অমরপুরের পূর্ব ডলুমা এবং ধলাই জেলার আমবাসার নালিছড়াতে ২টি নতুন একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হচ্ছে। আমাদের সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের জনজাতি এলাকায় 480 আসনবিশিষ্ট নতুন আরও 18 টি

একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য রাজি হয়েছে। এতে ত্রিপুরায় মোট EMR স্কুলের সংখ্যা দাঁড়াবে 24টি। এই 18টি একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয়ের মধ্যে 10টির ইতিমধ্যেই মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে। বাকী 8 টির মঞ্জুরী পরবর্তী বছরে পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রতিটি একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয়ের জন্য রাজ্য 24 কোটি টাকা পাবে (18-টির জন্য মোট পাবে 432 কোটি) এবং প্রতিটি স্কুলের জন্য প্রতিবছরে 5 কোটি টাকা দেওয়া হবে recurring cost হিসাবে। পাশাপাশি আমাদের উদ্যোগের ফলে কেন্দ্রীয় সরকার শিলং-এ 100টি শয্যাবিশিষ্ট ST Boys Hostel নির্মাণ প্রকল্পেরও অনুমোদন প্রদান করে।

১৮) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের সরকার রাজ্যের তপশীলি জাতি, অনান্য পশ্চাদপদ জাতি এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের কল্যাণ ও উন্নয়নেও সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়েছে। প্রি-মেট্রিক এবং পোস্ট মেট্রিক স্কলারশিপ, বোর্ডিং হাউস স্টাইপেন্ড, নার্সিং, প্যারামেডিক্যাল এবং B.Ed./D.El.Ed. কোর্সের জন্য sponsor করা, আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য সহায়তা করা ইত্যাদি প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। আগরতলায় গত 25-07-2018 তারিখে হজ ভবনের উদ্বোধন করেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং 2018-19 অর্থবর্ষে 150 জন হজ পূণ্যার্থী মক্কা ও মদিনায় যান পূণ্য হজ করার জন্য। 2017-18 অর্থ বছরে পূণ্যার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র 127 জন।

<u>গণবন্টন ব্যবস্থা</u>

১৯) সুষ্ঠ গণবন্টন ব্যবস্থা বজায় রাখা সরকারের সুপ্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। গত বাজেট বক্তব্যের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী 2018 সালের জুলাই ও

আগস্ট মাসে রাজ্যের 10টি ব্লকের চিহ্নিত ‘Distress Para’-এর মোট 60 হাজার পরিবারকে পরিবার পিছু বিনামূল্যে 20 কেজি করে অতিরিক্ত চাল প্রদান করা হয়েছে। সরকার গণবন্টন ব্যবস্থা, MDM এবং ICDS প্রকল্পের আওতায় অতি ভর্তুকি মূল্যে (প্রায় বাজার দরের অর্ধেক) ডাল বিতরণ শুরু করেছে।

২০) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই মহতী সভা অবগত যে, বর্তমানে ভর্তুকীতে গণবন্টন ব্যবস্থায় কেবলমাত্র অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনায় অন্তর্ভুক্ত পরিবারের জন্য ভর্তুকীতে চিনি সরবরাহ হচ্ছে। আমাদের সরকার অন্যান্য ক্যাটাগরির পরিবারকেও ভর্তুকীতে আগামী বছর থেকে চিনি সরবরাহ করার প্রস্তাব রাখছে। এব্যাপারে বিস্তারিত রূপরেখা তৈরী হচ্ছে।

২১) রাজ্য সরকার 10টি অনুন্নত RD ব্লককে মডেল ব্লক হিসেবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যেগুলিতে বিনামূল্যে অতিরিক্ত চাল বিতরণ করা হয়েছিল, সেগুলিকে উন্নয়নের মাধ্যমে মডেল ব্লকে পরিণত করার প্রস্তাব রাখছি। এই ব্লকগুলি হল ছামনু, ডম্বুরনগর, রইস্যাবাড়ি, দামছড়া, দশদা, করবুক, শিলাছড়ি, মুঙ্গীয়াকামি, রূপাইছড়ি এবং তুলাশিখর। এই ব্লকগুলি ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের অধীনে অবস্থিত এবং তার অধিকাংশই জনজাতি অধ্যুষিত। এগুলি Aspirational District, Dhalai-এর অনুকরণে উন্নীতকরন করা হবে। এই প্রতিটি ব্লকের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য পরিকল্পনা তৈরী করতে জেলাশাসকদের বলা হবে। বর্তমানে যে কাজগুলি চলছে, তার সমন্বয় সাধন করা হবে। আর্থিক ঘাটতি মেটাতে অতিরিক্ত ফান্ড জেলাশাসকদের মাধ্যমে প্রদান করা হবে। এই প্রোগ্রামের

বিস্তারিত রূপরেখা তৈরী হচ্ছে। 2019-20 সালেই এই কাজ শুরু করা হবে।

<u>সকলের জন্য স্বাস্থ্য</u>

২২) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাজ্য সরকার রাজ্যের প্রত্যেক শ্রেণীর জনগণের কাছে গুণগতমান সম্পন্ন ও সহজলভ্য স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে দায়বদ্ধ। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়ণজনিত এবং স্বাস্থ্যকর্মী বৃদ্ধি করার বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। অসম্পূর্ণ স্বাস্থ্য পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির কাজ শেষ করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমাদের সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের PG আসন 25 টি থেকে বাড়িয়ে এই বছর 63 টি করা হয়েছে। রাজ্য সরকার অতিরিক্ত 110 জন মেডিক্যাল অফিসার নিয়োগ করেছে। তাছাড়া রাজ্য সরকার 2 জন নিউরোসার্জন নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 2019 সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের Trauma Centre এবং G.B.P. হাসপাতালে Neuro Surgical ইউনিট স্থাপন করার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে।

২৩) জেলা হাসপাতালগুলিকে শক্তিশালী করা হচ্ছে যাতে রোগীরা জেলাতেই সমস্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা পায় এবং রাজ্যস্তরের হাসপাতালে যেতে না হয়। সমস্ত রোগীদের বিনামূল্যে ডায়ালিসিস পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে। জি বি হাসপাতালের ICU পরিষেবা সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে (কেবিন রোগী ব্যতিত)। IPD রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান করা হচ্ছে। অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবাকে (on calling 102) চালু করার পদক্ষেপ নেওয়া

হয়েছে। ক্যানসার হাসপাতাল (LINAC ব্লক সহ) এবং আগরতলা সরকারী মেডিক্যাল কলেজে New Teaching Hospital শীঘ্রই চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগরতলায় AIIMS-এর মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে নেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরাতে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে PPP মডেলে চালানোর জন্য বেসরকারি উদ্যোগীদের আমন্ত্রণ জানানোর উদ্যোগ চলছে। তা হলে ত্রিপুরা উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে Health Hub-এ পরিনত হবে এবং বাংলাদেশের রোগী যারা দক্ষিণ ভারতে চিকিৎসা করাতে যান তাদেরকেও আকৃষ্ট করবে। এতে 400 কোটি টাকা বার্ষিক রাজস্ব আয়ের সম্ভাবনা রয়েছে।

২৪) কেন্দ্রীয় সরকারের ‘‘আয়ুষ্মান ভারত-প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা প্রকল্প’’ চালু স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ। প্রকল্পটি 2018 সালের সেপ্টেম্বর মাসে চালু করা হয়। এই প্রকল্পে রাজ্যের 4 লক্ষ 98 হাজার পরিবার প্রতিবছর 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসার আওতায় আসবেন। এই পর্যন্ত 63টি হাসপাতালকে এই প্রকল্পে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় চিকিৎসা দানের জন্য মোট 2 লক্ষ 3 হাজার e-Cards দেওয়া হয়েছে এবং 2825 জন রোগী ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের অধীনে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই বাকী eligible beneficiaries দের ও e-Card দেওয়া হবে।

শিক্ষা ঃ সুযোগ সুবিধা ও গুণগতমান

২৫) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের সরকার রাজ্যে সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ করতে এবং গুণগত শিক্ষার প্রসারে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহন করছে। 2019-20 শিক্ষাবর্ষ থেকে বিদ্যালয়গুলিতে NCERT পাঠ্যক্রম চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এতে ত্রিপুরার শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার মূলস্রোতের সাথে যুক্ত হবে। দ্বিতীয়ত, রাজ্যের প্রশিক্ষিত শিক্ষক বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজ্যে ‘‘মুখ্যমন্ত্রী B.Ed. অনুপ্রেরণা যোজনা’’ গত বাজেটের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পটির অধীনে মেধাবী যুবক-যুবতীরা ব্যাংক ঋণ গ্রহণ করে স্বীকৃত কলেজগুলিতে B.Ed. কোর্স করতে পারবেন। রাজ্য সরকার সুদের ক্ষেত্রে ভর্তুকি দেবে। প্রাথমিকভাবে রাজ্য সরকার এই প্রকল্পে 5000 যোগ্য যুবক-যুবতীদের আওতায় আনার উদ্যোগ নিয়েছে।

২৬) এছাড়াও বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা ক্ষেত্রে উৎকর্ষতা অর্জন করার জন্য অনুপ্রাণিত করতে Chief Minister's Annual State Award চালু করা হয়েছে। ‘‘সবকা সাথ সবকা বিকাশ’’ মূল মন্ত্রকে পাথেয় করে নবম শ্রেণীর 30 হাজার ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে Bicycle প্রদান করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। মহিলা সশক্তিকরণের ক্ষেত্রে এই প্রকল্প একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করবে। 2019-20 শিক্ষাবর্ষে 24 টি সরকারি বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর পাঠ্যক্রমে বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা বোর্ডকে অবহিত করা হয়েছে। E-Classroom

প্রকল্পকে কার্যকর রূপ দিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। চলতি বছরে IIIT, Agartala শুরু হচ্ছে NIT, Agartala'র Campus থেকে।

<u>দুর্বল শ্রেণীর মানুষের জন্য সামাজিক ভাতা</u>

২৭) অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের সরকার শিশু, নারী, Specially abled ও বরীষ্ঠ নাগরিকদের কল্যাণ, উন্নয়ন ও নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য, সমাজের দুর্বল শ্রেণী যেমন বৃদ্ধ, বিধবা, Specially abled, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক, কিছু নির্দিষ্ট রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য সামাজিক ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। উপরন্তু, কন্যা সন্তানদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। সাধারণত, কয়েকটি ক্ষেত্র ব্যতিত, সামাজিক ভাতা 700 টাকা প্রতিমাসে দেওয়া হয়। চলতি বছরে 4 লক্ষেরও অধিক সুবিধাভোগী এধরণের ভাতা পেয়েছেন।

২৮) আমাদের সরকার সমাজের এই দুর্বল অংশের সুবিধা প্রদানে ভীষণ আন্তরিক এবং আমাদের সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে পর্যায়ক্রমে এই সামাজিক ভাতা প্রতিমাসে দুই হাজার (Rs. 2000) টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করার। রাজ্য কঠিন আর্থিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, এই বিষয়ে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে প্রথম পর্যায়ে সামাজিক ভাতাগুলি প্রতি মাসে এক হাজার (Rs. 1000) টাকা করে বৃদ্ধি করার প্রস্তাব রয়েছে। আশিবছরের উপরের বয়স্ক ব্যাক্তিরা, 100 শতাংশ Blind ব্যাক্তিরা আগের মত অধিক হারে ভাতা পেয়ে থাকবেন। Incentive to Girl Child আগের মত চলতে থাকবে। রাজ্যের আর্থিক অবস্থার নিরীখে সামাজিক

ভাতার হার ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধির ব্যাপারে পর্যায়ক্রমে বিবেচনা করা হবে।

<u>ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক উন্নয়ন</u>

২৯) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ক্রীড়া ও যুববিষয়ক কার্যক্রমে ত্রিপুরার উল্লেখযোগ্য সফলতা রয়েছে। ত্রিপুরার খেলোয়াড়রা জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক বিভিন্ন ইভেন্টে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় পদক পেয়েছে। রাজ্য, ফুটবল (Under-17 Girls) Event-এ এবং জিমন্যাস্টিকস (Under- 14, 17 and 19 years) এই দুটি বিভাগে 64th National School Games সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত করেছে। এছাড়াও, রাজ্য, ষষ্ঠ উত্তর পূর্বাঞ্চল যুব উৎসব-2018 প্রথমবারের মত আগরতলায় অনুষ্ঠিত করেছে। এই উৎসবে 1000 জন যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করেছে। রাজ্য সরকার শ্রী স্বপন দেববর্মাকে চাকুরী দিয়েছে, যিনি একটি ট্রেনকে দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা করে অনেক মানুষের জীবন বাঁচিয়েছেন।

৩০) রাজ্যে ক্রীড়া পরিকাঠামো বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। Synthetic Track স্থাপন এবং এই ধরণের অনান্য প্রকল্পের অনুমোদন পাওয়ার জন্য রাজ্য সরকার বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে নিয়েছে। এর মধ্যে পানিসাগরে 12 কোটি টাকা ব্যয়ে একটি Synthetic Track ও Swiming Pool নির্মাণের অনুমোদন শীঘ্রই পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এছাড়া, রাজ্যের স্বনামধন্যা দীপা কর্মকার ও অনান্য উদীয়মান জিমন্যাস্টরা রাজ্যের মধ্যেই যেন চর্চা করার সমস্ত সুযোগ পায়, সেই লক্ষ্যে জিমন্যাস্টিকস এর পরিকাঠামো উন্নীতকরণ করা হচ্ছে। আগরতলার

NSRCC-কে National Gymnastics Academy হিসাবে ঘোষিত করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

<u>পরিকাঠামো উন্নয়ন ঃ HIRA মডেল</u>

৩১) আমার বক্তব্যের শুরুতেই Highways, I-ways, Railways এবং Airways অর্থাৎ HIRA মডেলকে অনুসরণ করে পরিকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে ত্রিপুরাকে 'Logistic Hub' হিসাবে গড়ে তোলার জন্য আমাদের সরকারের লক্ষ্য সম্পর্কে আমি উল্লেখ করেছি। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা (PMGSY) এবং এমন অনান্য প্রকল্পের মাধ্যমে ত্রিপুরার সমস্ত বসতিগুলিকে সর্ব ঋতুপোযোগী রাস্তার মাধ্যমে যুক্ত করার লক্ষে সরকার কাজ করছে। রাজ্য সরকারের ইতিবাচক ভূমিকা নিয়ে কাজ করার ফলে জাতীয় সড়কের উন্নীতকরণ ও সংস্কার-এর জন্য ভারত সরকার রাজ্য সরকারকে অনেক প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে এবং এই প্রকল্পগুলি রাজ্যে রূপায়ন করা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় সড়ক প্রকল্পে বর্তমানে 894 কোটি 12 লক্ষ টাকার কাজ রূপায়ন করা হচ্ছে এবং 1320 কোটি 85 লক্ষ টাকা ব্যয়ে কাজ করার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং বাকী কিছু প্রকল্পের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হবে। কার্যকারীভাবে সড়ক পরিকাঠামোর মেরামতি করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার ‘Road Maintenance Policy’ তৈরী করেছে।

৩২) আগরতলা-সাব্রুম রেলপথ নির্মাণের কাজ দ্রুততার সাথে এগিয়ে চলেছে। বিলোনীয়া পর্যন্ত যাত্রী রেল পরিষেবা শুরু হয়ে গেছে এবং তা শীঘ্রই সাব্রুম পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে। এছাড়াও ধর্মনগর থেকে কৈলাশহর হয়ে কমলপুর

ও খোয়াই হয়ে আগরতলা পর্যন্ত বিকল্প রেলপথ Survey-এর কাজ শেষ হয়েছে এবং বিষয়টি বর্তমানে রেলওয়ে মন্ত্রকের বিবেচনাধীন রয়েছে। আগরতলা বিমান বন্দরের আধুনিকীকরণ প্রকল্পের কাজও দ্রুততার সাথে এগিয়ে যাচ্ছে। এই মহতী সভা অবগত আছে যে, ত্রিপুরার সর্বশেষ মহারাজার স্মরণে আগরতলা বিমানবন্দরকে মহারাজা বীর বিক্রম বিমান বন্দর হিসাবে নামাকরণ করা হয়েছে। ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি মহারাজা বীর বিক্রম বিমান বন্দরে মহারাজা বীর বিক্রম মানিক্য বাহাদুরের মূর্তি উন্মোচন করেছেন। ত্রিপুরাকে উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রবেশদ্বার হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশের সাথে ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্প দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করছে। ফেণি নদীর উপর সেতু নির্মাণের কাজ বেশীর ভাগ সম্পন্ন হয়েছে। আগরতলা-আখাউড়া রেল যোগাযোগের কাজও এগিয়ে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশের সাথে জলপথে যোগাযোগের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। জলপথে এই যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠলে পরিবহণ খরচ বহুলাংশে কমে যাবে, এবং ভারতের মূল অংশ থেকে উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলিতে পণ্য পরিবহণে তা প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠে ত্রিপুরাকে উত্তর পূর্বের প্রবেশদ্বার হিসাবে রূপান্তরীত করবে।

<u>নাগরিকদের জন্য মৌলিক সুযোগ-সুবিধা</u>

৩৩) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাজ্যের জনগণের কাছে ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া সরকারের সর্বাধিক অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। পানীয় জলের ক্ষেত্রে 8,723 টি বসতিতে পানীয় জলের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। এখন

আমাদের কাছে challenge হল, স্থায়ীভাবে বাড়ি বাড়ি পর্যাপ্ত পানীয় জলের সুযোগ পৌঁছে দেওয়া। এই দিশাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিটি বাড়ির সামনে পাইপলাইনে পানীয় জলের সুযোগ পৌঁছে দেওয়া । সেই লক্ষ্যে আমাদের সরকার আমাদের প্রিয় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত অটল বিহারী বাজপেয়ীর স্মরণে এক ‘অটল জলধারা’ প্রকল্প চালু করে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিয়েছে । এই প্রকল্পে রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে আগামী তিন বছরে পর্যায়ক্রমে পাইপলাইনে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হবে। পানীয় জলের উৎস সৃষ্টির জন্য এবং বাড়ি বাড়ি জলের সংযোগ দেওয়ার ব্যয়ভার বহন করবে রাজ্য সরকার। এই প্রকল্পে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে এবং প্রথম তিন মাসের ব্যবহারিক চার্জও সুবিধাভোগীদের দিতে হবে না। এই প্রকল্প রূপায়ণে মোট ব্যয় হবে 847.89 কোটি টাকা।

৩৪) স্বচ্ছ ভারত মিশনে চলতি বছরে পরিচ্ছন্নতার সম্পসারণের জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। চলতি বছরে এ পর্যন্ত 1 লক্ষ 38 হাজার শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে, যেখানে গত বছর মাত্র 33 হাজার শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছিল। নতুন শৌচাগারগুলি নির্মাণ করা হয়েছে 2012 সালের Base Line Survey অনুসারে। প্রায় 90 শতাংশ অব্যবহৃত শৌচাগারগুলিরও পুনঃসংস্কার করা হয়েছে। 1,178 টি গ্রামের মধ্যে 1,119 টি গ্রামকে উন্মুক্ত স্থানে শৌচমুক্ত (ODF) গ্রাম হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। সমস্ত নগর এলাকাকেও উন্মুক্ত স্থানে শৌচমুক্ত (ODF) এলাকা হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ খুব শীঘ্রই সমাপ্ত

হবে এবং রাজ্যকে উন্মুক্ত স্থানে শৌচমুক্ত (ODF) রাজ্য হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হবে।

৩৫) বাড়ি বাড়ি বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকার চলতি বছরে কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে। চলতি 2018-19 বছরে Saubhagya যোজনায় 1.25 লক্ষ বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। যেখানে গত বছর এই যোজনায় মাত্র 11 হাজার বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছিল। এই যোজনায় লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে নির্ধারিত সময়েই সর্বমোট 1 লক্ষ 36 হাজার বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। তা হুকলাইনে বিদ্যুৎ চুরি বন্ধ করতে সাহায্য করেছে। Unnat Jyoti প্রকল্পের অধীনে UJALA যোজনায় সবার জন্য LED কর্মসূচিতে 10 লক্ষ 18 হাজার LED Light বন্টন করা হয়েছে। এতে প্রতি বছরে 53 কোটি টাকা সাশ্রয় হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

৩৬) এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রাজ্যের মানুষের জন্য পাকা গৃহ নির্মাণ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। PMAY-Gramin কর্মসূচিতে 24,989 টি গৃহ নির্মাণের মধ্যে জানুয়ারি 2019 পর্যন্ত 19,774 টি গৃহ নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট গৃহ নির্মাণের কাজ খুব শীঘ্রই সমাপ্ত হবে। এই বিষয়টি ভারত সরকারের গোচরে আনা হয়েছে এবং যারা এখনও পাকা গৃহ পাননি তাদেরকে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়ার কাজটি সরকার গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেছে। PMAY-Urban প্রকল্পে পাকাঘর নির্মাণের কাজ লক্ষ্যবর্ষ 2022 সালের অনেক আগেই 100 শতাংশ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই কর্মসূচিতে 75,772 টি গৃহ নির্মাণের

অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। এখন পর্যন্ত 17,730 টি গৃহ নির্মাণ হয়েছে। যেখানে গত বছর মাত্র 6,481 টি গৃহ নির্মাণ করা হয়েছিল। 35,000 টি গৃহ নির্মাণের কাজ 2019-এর মার্চের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

৩৭) Pradhan Mantri Ujjwala Yojana কেন্দ্রীয় সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচি। এই কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে পরিচ্ছন্ন রান্নার জ্বালানি সরবরাহ করে মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা। এই কর্মসূচি রূপায়ণে বিশেষ প্রচার অভিযানের মাধ্যমে রাজ্যে দরিদ্র পরিবারগুলির মধ্যে বিনামূল্যে LPG Connection দেওয়া হচ্ছে। 2017-18 বছরে এই কর্মসূচিতে মাত্র 46 হাজার গ্যাস সংযোগ দেওয়া হয়েছে। চলতি বছরে ইতিমধ্যেই 1 লক্ষ 62 হাজার গ্যাস সংযোগ দেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট গ্যাস সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

<u>আইন-শৃঙ্খলা</u>

৩৮) উন্নয়নের প্রথম শর্ত হচ্ছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা। ড্রাগ সম্পর্কিত অপরাধ, Cyber Crimes, এবং অন্যান্য গুরুতর ক্রাইম দমন করতে রাজ্য সরকার ক্রাইম ব্রাঞ্চ গঠন করেছে। সরকার গঠনের পরপরই ‘নেশা-মুক্ত ত্রিপুরা’ গড়ার লক্ষ্যে একটি বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে বিশাল সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ত্রিপুরা পুলিশ এখন পর্যন্ত 63074.44 কেজি গাঁজা, 3065.56 গ্রাম Heroin, 1,88,099 লক্ষ বোতল কফ সিরাপ, 2.80 লক্ষ ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করেছে এবং 174 লক্ষ গাঁজার Seedlings/Nursery নষ্ট করা হয়েছে। 433 টি NDPS সংক্রান্ত

মামলা নথিভুক্ত হয়েছে এবং 649 জনকে এখন পর্যন্ত এবছর গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রবণতাও ক্রমশ: কমে আসছে। রাজ্যের সাধারণ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে।

৩৯) সামাজিক পুলিশি ব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে ত্রিপুরা পুলিশ আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ, শান্তি রক্ষা, মহিলা ও শিশুদের উপর অপরাধ দমন এবং নেশাদ্রব্য ব্যবহার ও বিক্রি রোধে Beat System of Policing রূপায়ণে কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে। এজন্য মোট 261টি নতুন মোটর সাইকেল কেনা হচ্ছে পুলিশ স্টেশনগুলিতে দেওয়ার জন্য।

৪০) 2018-19 বছরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক রাজ্যে 2টি নতুন ইন্ডিয়া রিজার্ভ ব্যাটেলিয়ন গড়ার অনুমোদন দিয়েছে। এর সাথে সঙ্গতি রেখে রাজ্য সরকার 2টি নতুন IR Battalions গঠনে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে নিয়োগের জন্য 2014 টি পদ সৃষ্টি করেছে। নিয়োগ প্রক্রিয়া শীঘ্রই শুরু হবে। মহিলা সশক্তিকরণের লক্ষ্যে আমাদের সরকার পুলিশে 10 শতাংশ পদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখার মত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

রাজ্যে বিনিয়োগে উৎসাহদান

৪১) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাজ্যের মানুষের জন্য কর্মসংস্থান ও রোজগার সৃষ্টির লক্ষ্যে আমাদের সরকার রাজ্যে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। শিল্পের পরিকাঠামোগত বিকাশ করা হচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্যকে সহজতর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। গত বছরের বাজেট অধিবেশনে Single Window System-এ The Tripura Industries (Facilitation) Act, 2018 পাশ করা হয়েছিল।

যা মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছিল। কিছু সংশোধনের প্রয়োজনীয়তার উপদেশ সহ তা আবার ফিরে আসে। সেই অনুসারে চলতি অধিবেশনে এই সকল সংশোধনী পেশ করার প্রস্তাব রয়েছে। "Tripura Industrial Investment Promotion Incentive Scheme, 2017" এর মাধ্যমে রাজ্য সরকার শিল্পগুলিকে বিভিন্ন সাহায্যও প্রদান করছে, যা আগামীদিনে আরও improve করা হবে।

৪২) প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের সঙ্গে ব্যবসার জন্য Land Customs Stations এর বর্তমান পরিকাঠামোর উন্নীতকরণ করা হচ্ছে। মনুঘাট এবং মুহুরীঘাট Land Customs Stations দুটিকে ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট কমপ্লেক্সে উন্নীত করা হচ্ছে। ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সীমান্তে আরও সাতটি নতুন Border Hut খোলার জন্য ভারত সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রকের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। এটা উল্লেখনীয় যে, কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের ক্রমাগত আলোচনার ফলে বাংলাদেশ সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের নির্দিষ্ট কিছু Land Customs Stations এর মাধ্যমে 11টি Restricted Items ঐ দেশে আমদানি করার অনুমতি দিয়েছে।

৪৩) স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত সম্পদ যেমন রাবার, বাঁশ, প্রাকৃতিক গ্যাস, কৃষি এবং উদ্যান ফসল এবং চা ইত্যাদি ক্ষেত্রকে বিনিয়োগের জন্য Thrust Sector হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র যেমন আধুনিক রাইস মিল, রাবারের জন্য আধুনিক Smoke হাউস এবং Group Procesing Centre নির্মাণে বিনিয়োগের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের বাঁশ শিল্পের উন্নয়নকে সহায়তা করার জন্য কেন্দ্র সরকারের "SAMVEG" স্কিমটি পশ্চিম ত্রিপুরা এবং সিপাহীজলা জেলায় রূপায়িত

করা হচ্ছে। চা শিল্পকে Small Tea Growers, সমবায় সমিতি ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে উন্নীতকরণ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ত্রিপুরা চা-এর একটি Logo-ও চালু করা হয়েছে।

৪৪) স্ব-রোজগারের জন্য Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) এবং রাজ্যের নিজস্ব যোজনা ‘‘স্বাবলম্বন’’কে বাস্তবায়িত করা হচ্ছে। ‘‘স্বাবলম্বন’’ প্রকল্পে প্রত্যেক সুবিধাভোগীর জন্য ভর্তুকির মাত্রা বৃদ্ধি করে 1 লক্ষ টাকা করা হয়েছে। চলতি বছরে 820 টি নতুন অতি ক্ষুদ্র, ছোট এবং মাঝারি শিল্পের নথিভুক্তকরণ করা হয়েছে। এতে প্রায় 4,000 লোকের কর্মসংস্থান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

৪৫) 29th ত্রিপুরা শিল্প ও বাণিজ্য মেলা 2019-এর সাফল্য প্রমান করে রাজ্যের প্রতি বিনিয়োগকারীদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ। গত বছরে এই মেলায় অংশগ্রহণকারী ব্যবসায়ীর সংখ্যা যেখানে 95 জন ছিল, সেখানে এবছর অংশগ্রহণকারী ব্যবসায়ীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 192 জন। যার মধ্যে 25 জন ব্যবসায়ী বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন। মেলায় এ বছর মোট বিক্রি হয় 3 কোটি 16 লক্ষ টাকার সামগ্রী, যেখানে গত বছর মাত্র 1 কোটি 86 লক্ষ টাকার সামগ্রী বিক্রি হয়েছিল।

পর্যটনের উন্নয়ন

৪৬) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের সরকারের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, পর্যটন শিল্প রাজ্যে রোজগার এবং চাকরির সুযোগ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সেজন্য রাজ্য সরকার বিশেষত Spiritual tourism, Heritage tourism ও Eco-tourism ইত্যাদির বিকাশে বিভিন্ন

গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। এবারই প্রথম আগরতলায় International Tourism Mart এর আয়োজন করা হয়েছিল। তাতে 53 জন বিদেশি Delegates ও অংশগ্রহণ করেন। স্বদেশ দর্শন Project-I এর মাধ্যমে প্রায় 100 কোটি টাকা ব্যয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পর্যটনস্থলগুলির পরিকাঠামোগত সুযোগ সুবিধার উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে।

৪৭) রাজ্য সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপের ফলে ত্রিপুরার পর্যটন স্থানগুলি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে জনপ্রিয়তা লাভ করছে। গত বছরের নভেম্বর মাসে থাইল্যান্ডের রাজকুমারী মহা চকরী সিরিনধর্ন রাজ্যে আসেন এবং ঊনকোটি পরিদর্শন করেন। ছবিমুড়াতেও প্রচুর পরিমাণে পর্যটকের আগমন ঘটছে। অনুরূপ অভিজ্ঞতা নীরমহল ও সিপাহীজলার ক্ষেত্রেও হচ্ছে। 2018 সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে এর আগের বছরের তুলনায় 39 শতাংশ অধিক বিদেশি পর্যটক রাজ্যে আসেন। নীরমহলে এ বছরের এপ্রিল থেকে জানুয়ারি মাসের মধ্যে এর আগের বছরের তুলনায় 20 শতাংশ বেশি পর্যটক আসেন। এবছর দিল্লিতে গণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণকারী রাজ্যের Tableau প্রথম স্থান অধিকার করে। রাজ্যের পর্যটন স্থলগুলিকে এই Tableau-এর মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয়েছিল। এই design-টি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী conceptualise করেন। এবছরই প্রথমবারের মতো Know India Programme-এ 8 টি দেশ থেকে 40 জন যুবক-যুবতী 10 দিনের জন্য রাজ্য সফরে আসেন।

ডিজিটাল ত্রিপুরার লক্ষ্যে উদ্যোগ

৪৮) শাসনকার্য পরিচালনায় এবং সার্বিক উন্নয়নমূলক কার্যকলাপে তথ্য প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুম্বাই ও চেন্নাই এর পর বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে আগরতলা দেশের মধ্যে তৃতীয় InternationalInternet Gateway হিসাবে গড়ে উঠেছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের IT Hub হিসাবে ত্রিপুরাকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার সব রকম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

৪৯) রাজ্য সরকার, ভারত সরকারের ‘ডিজিটাল ইন্ডিয়া’ কর্মসূচি অনুযায়ী e-Governance প্রজেক্ট সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। এই উদ্যোগ রাজ্যে জনগণের জীবনযাত্রাকে সহজতর করেছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এনেছে । 2018-এর আগস্ট মাসে ‘MyGov Tripura’ পোর্টাল চালু হয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে ত্রিপুরাই প্রথম রাজ্য যেখানে রাজ্য ও জেলা প্রশাসনে 100 শতাংশ S3Waas (Secure, Scalable and Sugamya) অনুযায়ী ওয়েবসাইট পরিকাঠামো রয়েছে। রাজ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি কার্যকরিভাবে তদারকির জন্য মুখ্যমন্ত্রী গত 2018 সালের 27শে আগস্ট TMS (Task Monitoring System)-এর উদ্বোধন করেন। 2018-এর নভেম্বর মাসে এজন্য আমাদের রাজ্য ত্রিপুরাকে গুয়াহাটিতে North East Technology Sabha Award, 2018 প্রদান করা হয়।

৫০) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আনন্দের সাথে এই মহতী সভাকে জানাচ্ছি যে গত 1st ফেব্রুয়ারি, 2019 মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে অতুলনীয় এবং যুগান্তকারী এক পদক্ষেপ হিসেবে Panchayat Monitoring System-

এর উদ্বোধন করেন, যা দেশের মধ্যে প্রথম। এটা একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, যেখানে একজন পঞ্চায়েত সচিব তার এলাকার যে কোনও দপ্তরের যে কোনও বিষয় উপস্থাপন করতে পারবেন। যা সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের নজরে আসবে এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর দ্রুত সেই বিষয়টি সমাধানের ব্যবস্থা করবে । সমাধানের পর সেই বিষয়টি পুনরায় পোর্টালে আপলোড করা হবে । এতে field level-এ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প ও প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম তদারকি করতে সুবিধা হবে। তাছাড়া, একই Dash Board-এবিভিন্ন প্রকল্প, পরিকল্পনা, কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 2018 সালের 27শে আগস্ট তারিখে ‘‘Chief Minister/ District Magistrate’’ (CM/DM) Dash Board-এর উদ্বোধন করেন।

৫১) Vision Document রূপায়ণে অঙ্গীকারবদ্ধ আমাদের সরকার। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে Smart Phone পর্যায়ক্রমে দেওয়ার বিষয়ে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। প্রথম পর্যায়ে স্মার্ট ফোন দেওয়া হবে যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী তাদের স্নাতক পর্যায়ের পড়াশোনা সম্পূর্ণ করেছে। এজন্য ক্রয়ের প্রক্রিয়া চলছে।

উন্নয়নের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার শক্তিবৃদ্ধি

৫২) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাজ্যের অর্থনীতির উন্নয়নে ব্যাংকের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। রাজ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের কর্মসূচি রূপায়ণে রাজ্য সরকার ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। রাজ্যের জনগণের কল্যাণে উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণে ব্যাংক কার্যকরি ভূমিকা যাতে

নেয় তা নিশ্চিত করতে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে আগ্রহী। রাজ্যে 35 টি ব্যাংক রয়েছে। এই ব্যাংকগুলির 525 টি শাখা, 489 টি ATM এবং 1,525 টি POP রয়েছে। চলতি বছরের প্রথম 6 মাসে ব্যাংকগুলি থেকে 3,108 কোটি টাকা ঋণ বন্টন করা হয়েছে। যা লক্ষ্যমাত্রার 58 শতাংশ । বর্তমানে CD Ratio হচ্ছে 49 শতাংশ, যা গত বছরের তুলনায় সামান্য বেশি।

৫৩) ভারত সরকারের বিভিন্ন Flag-ship কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে এ বছর ব্যাংকগুলির অংশিদারিত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে । কিন্তু, এ বিষয়ে আরও বেশি সাফল্যের প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনায় রাজ্যে 8 লক্ষ 55 হাজার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা শুরু হওয়ার পর থেকে ব্যাংক/মাইক্রো ফিনান্স ইন্সটিটিউশনগুলি এখন পর্যন্ত 6 লক্ষ 21 হাজার বেনিফিসিয়ারির মধ্যে 2,652 কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে।

৫৪) বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পেও ব্যাংকের কাজের উন্নতি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনায় 2017-18 বছরের সুবিধাভোগীর সংখ্যা ছিল 3 লক্ষ 35 হাজার। 2018-19 বছরে সুবিধাভোগীর সংখ্যা হলো 3 লক্ষ 77 হাজার । প্রধানমন্ত্রী জীবনজ্যোতি বীমা যোজনায় 2017-18 বছরে সুবিধাভোগীর সংখ্যা ছিলো 1 লক্ষ 13 হাজার। 2018-19 বছরে সুবিধাভোগীর সংখ্যা হয়েছে 1 লক্ষ 34 হাজার। অটল পেনশন যোজনায় 2018-19 বছরে এ পর্যন্ত 31,215 টি অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। যেখানে 2017-18 বছরে অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছিল 18,712 টি।

অন্যান্য উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ

৫৫) শহর এলাকার উন্নয়ন রাজ্য সরকারের একটি অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। আগরতলা শহরকে Smart City হিসেবে গড়ে তোলার কাজ এগিয়ে চলেছে। Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation (AMRUT)-এর আওতায় পানীয় জল, পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। 20টি শহরে স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থার সবকটিতেই এখন ''দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা-ন্যাশনাল আরবান লাইভলিহুড মিশন'' বাস্তবায়িত হচ্ছে। মৌলিক সুবিধা সম্পন্ন পরিকল্পিত নতুন টাউনশীপ গড়ে তুলতে রাজ্য সরকার "Tripura Urban Planning and Development Act, 2018" প্রণয়ন করেছে। এই আইনের লক্ষ্য হচ্ছে শহর এলাকায় জমির উপযুক্ত ব্যবহার করা। এই আইনের অন্তর্গত ত্রিপুরা আরবান প্ল্যানিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট বোর্ড এবং ত্রিপুরা আরবান প্ল্যানিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি গঠন করা হয়েছে।

৫৬) তাছাড়া, নিরাপত্তার দিকটিকে সামনে রেখে বহুতল বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ও আবাসিক বিল্ডিং নির্মাণের ক্ষেত্রেও সম্প্রতি ত্রিপুরা বিল্ডিং রুলস সংশোধিত হয়েছে, যাতে শহর এলাকার সামান্য জমিকেও উপযুক্তভাবে কাজে লাগানো যায়। যে সমস্ত রাস্তার পাশে বহুতল বিশিষ্ট গৃহ নির্মাণ করা যাবে, সেই সব রাস্তা কতটুকু প্রশস্ত হবে, FAR ও Ground Coverage ইত্যাদির ক্ষেত্রে নিয়ম কানুনের উদারীকরণ করা হয়েছে। তেমনি পুরানো, ইটের তৈরি ও জীর্ণ বিল্ডিং-এর ক্ষেত্রে ভূমিকম্প প্রতিরোধক রেট্রোফিটিং-এর জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

৫৭) পরিবহণ ব্যবস্থার পরিষেবা উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। এই প্রথম রাজ্য সরকার ত্রিপুরায় "On Demand Transport Technology Aggregators Rules, 2018" তৈরি করেছে এবং App-নির্ভর যাত্রী পরিবহণ পরিষেবা চালু করেছে। ই-রিক্সা / ই-কার্ট-এর জন্যও নীতি তৈরি করা হয়েছে। যাত্রী ও পর্যটকদের সুবিধার্থে মহারাজা বীর বিক্রম এয়ারপোর্ট থেকে Pre-paid অটো এবং মাতাবাড়ি পর্যন্ত Volvo Bus পরিষেবাও চালু করা হয়েছে। সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিগত বাজেট ভাষণে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী 'Road Safety Fund'-এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করা হচ্ছে। প্রশাসনকে জনসাধারণের আরও কাছে নিয়ে যেতে 2019 সালের 23শে জানুয়ারি তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ''বাহন অনলাইন'' (Vahanonline) নামে একটি নতুন IT প্ল্যাটফর্ম চালু করেন। এই একটি মাত্র প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমেই জনসাধারণের কাছে পরিবহণ সংক্রান্ত 18 টি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। এই 18 টি পরিষেবার মধ্যে গাড়ির ট্যাক্স, রোড ট্যাক্স দেওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে।

৫৮) রাজ্যে জমির রেকর্ড সংক্রান্ত তথ্য প্রায় 100 শতাংশ কম্পিউটারাইজড করা হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় E-stamping ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। আগামী বছর বাকি জেলাগুলিতেও এই ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্য রয়েছে।

৫৯) ত্রিপুরায় সক্রিয় স্থানীয় বিভিন্ন স্ব-শাসিত সংস্থা কাজ করছে। পঞ্চায়েত স্তরের সংস্থাগুলির কাজকর্ম ডিজিটাল করা হয়েছে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে

শক্তিশালী করার জন্য ICT Tool ব্যবহারের ক্ষেত্রে ত্রিপুরাকে সবচেয়ে বেশি সফল রাজ্য হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। তাই E-Panchayat Puraskar Category-II(A) শ্রেণীতে ত্রিপুরাকে ভারত সরকারের পঞ্চায়েত মন্ত্রক দ্বারা দ্বিতীয় পুরস্কার দেওয়া হয়। 2018-19 অর্থবছরে Gram Panchayat Development Plans (GPDPs) তৈরির জন্য একটি নতুন উদ্যোগ 'সব্‌কি যোজনা, সব্‌কা বিকাশ' ত্রিপুরায় সফলভাবে রূপায়ণ হচ্ছে।

৬০) কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিকাশে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে। আগরতলা বইমেলায় (2018) দুটি নতুন পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। তার মধ্যে একটি হচ্ছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে বিশেষ অবদানের জন্য 'কালী কিংকর দেববর্মা স্মৃতি পুরস্কার' এবং অপরটি হচ্ছে 'সামাজিক কাজে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য ''পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন অ্যাওয়ার্ড''। পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত যন্ত্র সঙ্গীত শিল্পী থাংগা ডার্লংকেও রাজ্য সরকার তাঁর বিশেষ অবদানের জন্য স্বীকৃতি দিয়েছে। সরকার অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের জন্য মাসিক পেনশনের পরিমাণ 1,000 টাকা থেকে বাড়িয়ে 10,000 টাকা করেছে।

৬১) সঠিকভাবে ন্যায় প্রদান রাজ্য সরকারের একটি অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। তৃণমূল পর্যন্ত জনগণকে ন্যায় ব্যবস্থার সুযোগ করে দিতে বিগত বাজেট ভাষণে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সিপাহীজলা, খোয়াই এবং ধলাই জেলায় তিনটি জেলা আদালত স্থাপন করা হয়েছে। দরিদ্র জনগণকে আইনি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে এবং আইনি সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে। 2018 সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত লোক আদালতের মাধ্যমে 59,000 টি

মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। আদালত ও কারাগারগুলিতে ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে, যাতে কারাগার থেকে কয়েদীদের না এনেই আদালতের শুনানি সম্পন্ন করা যায়।

প্রশাসনে মেধার বিকাশ : সু-শাসন

৬২) এই মহতী সভার সদস্যরা একমত হবেন যে, একটি সরকারের গুণগতমান নির্ভর করে সেই সরকারের কর্মচারীদের গুণগতমানের উপর। সরকার তাই সিদ্ধান্ত নেয় যে, সরকারি সমস্ত নিয়োগ হবে মেধার ভিত্তিতে - স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। আবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি আধিকারিকদের উল্লেখযোগ্য কাজের স্বীকৃতি ও পুরস্কার দিতে ''Chief Ministers Civil Services Awards'' চালু করা হয়েছে।

৬৩) আমি এই মহতী সভাকে আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, বিগত এক বছরে এই রাজ্যকে বিভিন্ন জাতীয়স্তরের পুরস্কার দেওয়া হয়। রাজ্যে প্রশাসনিক গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টার স্বীকৃতি স্বরূপ এই পুরস্কার। সবার জন্য উন্নয়ন সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে অপুষ্টির মাত্রা কমিয়ে আনার জন্য পুরস্কার লাভ এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়ন থেকে শুরু করে দেশের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত উন্নয়নশীল ছোট রাজ্যগুলির মধ্যে একটি হওয়া -এই সব স্বীকৃতি ত্রিপুরার 37 লক্ষ নাগরিকের কল্যাণে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ নিরলসভাবে করার জন্য আমাদের অনুপ্রেরণা দেয়।

অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ

৬৪) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়ার জন্য সরকারের সম্পদের প্রয়োজন রয়েছে। অতিরিক্ত সম্পদ

সংগ্রহের লক্ষ্যে কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমাদের সরকার এক বাস্তবসম্মত নীতি গ্রহণ করেছিল। পেট্রোল এবং ডিজেলের উপর আরোপিত VAT সামান্য বাড়ানো হয়েছে। 2018-এর 1st আগষ্ট তারিখে পেট্রোল, ডিজেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের বিক্রির উপর 2 শতাংশ Road Development Cess ধার্য করা হয়, যাতে, এ থেকে প্রাপ্ত অর্থ সড়ক পরিকাঠামো উন্নয়নে ব্যবহার করা যায়। চলতি বছরে এই সেস বৃদ্ধি করে 3 শতাংশ করা হয়েছে। যানবাহনের উপর আরোপিত রোড ট্যাক্সও বহু বছর ধরে বাড়ানো হয়নি। সংশ্লিষ্ট বছরে তাও সংশোধিত হয়।

৬৫) কর ও শুল্কের হার সংশোধন ছাড়াও চলতি বছরে সরকার বেশ কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নিয়েছে। আবগারি শুল্কে First Point Taxation System চালু করা হয়েছে এবং লেনদেন-এর মূল্যের নিরিখে (ad valorem) শুল্ক আরোপ চালু হওয়ার পথে। স্ট্যাম্প-এর ক্ষেত্রে ই-স্ট্যাম্পিং ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে। e-GRAS-এর মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশনের জন্য ই-পেমেন্টের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। Professional Tax-এর ক্ষেত্রে অনলাইনে ট্যাক্স প্রদানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

৬৬) এ সমস্ত উদ্যোগের কারণে উৎসাহজনক ফলও পাওয়া গেছে। 2018-19 অর্থবছরে কর বাবদ রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ 1790 কোটি টাকা হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। 2017-18 বছরে এই অর্থ সংগ্রহের পরিমাণ 1422 কোটি টাকা ছিল। তাই চলতি বছরে সংগ্রহের পরিমাণ বিগত বছরের তুলনায় 25.8 শতাংশ বেশি হতে পারে।

৬৭) যাই হোক, 2019-20-এর বাজেট বরাদ্দে কোনও নতুন কর আরোপের প্রস্তাব নেই। মূলতঃ better tax administration-এর মাধ্যমেই 2019-20-এ কর সংক্রান্ত রাজস্ব সংগ্রহ বাড়ানো হবে।

2019-20-এর বাজেট বরাদ্দ

৬৮) এখন আমি 2019-20 অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দে প্রত্যাশিত প্রাপ্তি ও ব্যয়ের বিষয়ে আলোকপাত করতে যাচ্ছি। 2019-20-এর বাজেট বরাদ্দে রাজ্যের নিজস্ব কর সংক্রান্ত রাজস্ব 2048.95 কোটি টাকা ধরা হয়েছে, অর্থাৎ 2018-19-এর সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের তুলনায় 14.43 শতাংশ বৃদ্ধি। 2019-20-এর বাজেটে রাজ্যের কর বহির্ভূত রাজস্বের পরিমাণ ধরা হয়েছে 285.21 কোটি টাকা। 2018-19-এর সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দের 12506.18 কোটি টাকার নিরীখে এ বছরের বাজেট বরাদ্দে কেন্দ্র থেকে মোট প্রাপ্তির পরিমাণ (কেন্দ্রীয় করের অংশ এবং অনুদান মিলিয়ে) ধরা হয়েছে 12764.30 কোটি টাকা। 2019-20 অর্থবছরে মোট ঋণের পরিমাণ ধরা হয়েছে 2430.00 কোটি টাকা।

৬৯) 2019-20-এর বাজেট বরাদ্দে মোট প্রাপ্তি ধরা হয়েছে 17530.46 কোটি টাকা।

৭০) 2019-20-এর বাজেট বরাদ্দে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে 17530.46 কোটি টাকা। তার মধ্যে রয়েছে 14061.32 কোটি টাকা রাজস্ব খাতে ব্যয় এবং 3469.14 কোটি টাকা মূলধনী খাতে ব্যয়।

৭১) এই বাজেট, হিসাব ও পেশ করার পদ্ধতির নিরীখে আগের বাজেটের তুলনায় আলাদা। এতে আমরা ভারত সরকারের রাজস্ব ও মূলধন শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি গ্রহণ করেছি। অ্যাকাউন্টস ও ব্যয়ের সহজতর শ্রেণী বিভাগ করার জন্য Plan এবং Non-Plan-এর Classification তুলে দেওয়া হয়েছে।

সার্বিক অবস্থার সারাংশ নিম্নরূপ ঃ

(Rs. in Crore)

Sl. No.	Items		Amount
(A)	Revenue Account		
	1.	Receipts	15098.46
	2.	Expenditure	14061.32
	3.	Surplus (A1-A2)	1037.14
(B)	Capital Account		
	1.	Receipts from loans & others (including Public Account)	2432.00
	2.	Disbursements	3469.14
	3.	Deficit (B1-B2)	-1037.14
(C)	Total Receipts (A1+B1)		17530.46
(D)	Expenditure (A2+B2)		17530.46
(E)	Deficit(C-D)		0.00

৭২) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, 2022 সালটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, শুধু রাজ্যের জন্য নয়, দেশের জন্যও। 2022 সালে ত্রিপুরার পূর্ণরাজ্য প্রাপ্তির 50 বছর পূর্তি

এবং ভারতের স্বাধীনতা লাভের 75 বছর পূর্তি হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজী ওনার Vision এর মাধ্যমে 2022 সালের মধ্যে নতুন ভারত গঠনের রূপরেখা তৈরি করেছেন । আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেবের ত্রিপুরাকে পরিবর্তনের লক্ষ্যও এক 'স্বর্ণিম ত্রিপুরা' গঠনের দিশাতেই তৈরি। আমাদের সরকার রাজ্যকে উন্নীতকরণের মাধ্যমে দেশের মধ্যে ত্রিপুরাকে একটি মডেল রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

৭৩) মাননীয় সদস্যগণ নিশ্চয়ই অনুধাবন করবেন যে, চরম আর্থিক অব্যবস্থার মধ্যে দায়িত্বভার নিয়ে নতুন সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার থেকে অতিরিক্ত অর্থের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে, বিভিন্ন করের rationalization এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমিয়ে জনসাধারণ, কর্মচারী ও অন্যান্যদের আশা আকাঙ্খার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান এবং তার সাথে উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তাও মোকাবিলা করছে।

৭৪) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বলে আমি 2019-20-এর বাজেট প্রস্তাব এই মহতী সভার বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করছি।

*****